APR. 2 ? 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...

পৃঃ ...

সম্পাদকীয়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অপহরণ আতঙ্ক ও হুমকিগ্রস্ত নিরাপত্তা

রাজধানী ঢাকা ক্রমেই এক ভীতি ও আতঙ্কের নগরীতে পরিণত হচ্ছে। পথ-ঘাট, অফিস, বাসগৃহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবখানে সন্ত্রাসী-অপরাধী চক্রের থাবা প্রতিনিয়ত সবাইকে তাড়া করে ফিরছে। খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, অপহরণসহ ভয়াবহ সব অপরাধ ঘটেই চলেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কোথাও কেউ আর নিরাপদ নয়। এমন চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রাজধানীবাসীকে অতীতে কখনও বসবাস করতে হয়েছে কি না তা বলা মুশকিল। অথচ সরকার ও পুলিশ এ ব্যাপারে সীমাহীন দায়িত্বহীনতা ও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। অপরাধীদের গ্রেফতার ও বিচারের মাধ্যমে অপরাধ কমিয়ে আনার কোন কার্যকর উদ্যোগ এখনও দেখা যাচ্ছে না। প্রশাসনের এই ব্যর্থতার সুযোগে অপরাধী চক্র তাদের বেপরোয়া তাণ্ডব অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের হীন খপ্পর থেকে রেহাই পাচ্ছে না। রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমানে অপহরণ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সম্প্রতি চাঁদা না দেয়ায় সন্ত্রাসীরা নগরীর মিরপুরের মনিপুর হাইস্কুল থেকে ছাত্রছাত্রী অপহরণের হুমকি দিলে অভিভাবকদের মধ্যে এ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবরে প্রকাশ, মাত্র কিছুদিন আগে স্কুলের একটি নতুন ভবন নির্মাণের সময় স্থানীয় একদল সন্ত্রাসী সেখান থেকে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। সন্ত্রাসীরা হুমকি দেয়, টাকা না দিলে একটি একটি করে স্কুলের ছাত্রছাত্রী অপহরণ করা হবে। হুমকির পর সন্ত্রাসীরা স্কুলের কাছে কয়েকদিন অস্ত্র হাতে পাহারাও দিয়েছে। সন্ত্রাসীদের এই হুমকির কথা জানাজানি হলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্কুলের অভিভাবকদের মধ্যে। এই আতঙ্ক সত্যি হয়ে যায় কয়েকদিন আগে সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্র অপহরণের পর। অপহৃত ছাত্রটি শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেয়েছে ঠিকই; কিন্তু তাতে অপহরণ আতঙ্ক দূর হয়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে। স্কুলে অতিরিক্ত পাহারাও বসানো হয়েছে। অভিভাবকরাও সন্তানদের ভেতরে পাঠিয়ে পাহারায় থাকছেন স্কুল গেটের সামনে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে কর্তৃপক্ষ থানায় মামলা করতেও নাকি সাহস পাচ্ছেন না। শুধু মনিপুর স্কুলেই নয়, রাজধানীর আরো কয়েকটি স্কুলে বর্তমানে এমন শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে; কিন্তু কেউ ভয়ে মুখ খুলছেন না।

সম্প্রতি একাধিক স্কুল থেকে অভিভাবকদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। অভিভাবকরা যেন তাদের সন্তানদের ব্যাপারে সতর্ক থাকেন। স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এ কথা বলা হয়েছে। রাস্তাঘাটে কোন সমস্যা হলে ছাত্রছাত্রীদের দায় স্কুল কর্তৃপক্ষ বহন করতে পারবেন না। এজন্য নিজেদের সন্তানদের নিজেরাই পাহারা দিয়ে আনতে-নিতে হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছেন।

স্কুল কর্তৃপক্ষের হয়ত এর বাইরে তেমন কিছু করার সাধ্য নেই। কিন্তু যাদের সাধ্য আছে সেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এ ব্যাপারে তেমন কোন তৎপরতা চোখে পড়ছে না। সন্ত্রাসী-অপরাধী চক্র একের পর এক দুষ্কর্ম করে গেলেও তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না। সাধারণ মানুষ সীমাহীন বিরক্তি, ক্ষোভ আর আতঙ্ক নিয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ কোন প্রতিকার মিলছে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশে কোন সরকার বা প্রশাসন আছে কি না সন্দেহ হচ্ছে। খোদ রাজধানীতে চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীরা ঠাণ্ডা মাথায় এমন দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটাচ্ছে অথচ তার কোন প্রতিকার হচ্ছে না।

অপরাধী-সন্ত্রাসী চক্রকে যদি দমন করাই না যায় তাহলে আর দেশে পুলিশের প্রয়োজন কী? জনগণের ট্যাক্সের টাকায় যে পুলিশ পোষা হয়, সেই পুলিশ যদি জনকল্যাণে কোন ভূমিকাই রাখতে না পারে তাহলে তাদের ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার।

আরেকটি কথা– স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পুলিশের আইজিসহ সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাই যদি নিশ্চিত করা না যায় তাহলে আপনাদেরই বা স্বপদে বহাল থাকার যুক্তি কি? ছাত্রছাত্রীরাও যদি নিরাপদে স্কুলে যেতে না পারে তাহলে আর নাগরিক নিরাপত্তার রইলটা কি? এ অবস্থায় মানুষ কি করবে, কার কাছে যাবে? থানা, পুলিশ প্রশাসন তবে কি করছে, কাদের স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে? বর্তমান পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে যারা কাজ করছেন তারা যদি সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন তাহলে তাদের সরে যাওয়াই উচিত বলে আমরা মনে করি। আর তা না চাইলে যেকোন মূল্যে মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।